নিউ
ওয়ার্ল্ড অর্ডার

(করোনা থেকে দাজ্জাল: এক গোপন ষড়যন্ত্রের রহস্য উন্মোচন)

মূল
তহা নাসীম

অনুবাদ
রাকিবুল ইসলাম

সংযোজন
সাঈদ আহমাদ খান নদভি

প্রয়াস প্রকাশন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দাজ্জালি শক্তি কি করোনা ভাইরাসের পিছনে? ৮
করোনা ভাইরাস কি দাজ্জালি শক্তির ট্রায়াল? ৮
করোনা কোনো ষড়যন্ত্র নয় তো! ৯
ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদিদের চক্রান্তের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯
নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা (NEW WORLD ORDER) ১০
ভাইরাস ছড়াতে ইলুমিনাতি পৃষ্ঠপোষকতা করেছে? ১১
করোনার প্রচার প্রসারে ওদের এত আগ্রহ কেন? ১২
ভেকসিন কি ধর্ম থেকে বিমুখ করার ষড়যন্ত্র? ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

দাজ্জালি শক্তি কী চায়? ১৫
দাজ্জালের প্রধান অনুচর ইহুদী শক্তি কীভাবে কাজ করে যাচ্ছে? ১৫
দাজ্জালি বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ১৭
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের জন্য হায়কালে সোলাইমানি নির্মাণ ১৮
ইহুদি বর্ণনায় মাসিহর আগমন ১৯

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম শাসকরা কেন ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিচ্ছে? ২২
মুসলিম উম্মাহর সাথে আরব শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতা ২৪
তেল-যুগের অবসান ও আরব শাসকবৃন্দ ২৫
ইসরাইল জেরুজালেমের হকদার দাবি করা ৩১

চতুর্থ অধ্যায়

দাজ্জালি শক্তিকে প্রতিরোধ করতে হবে! ৩৫
নতুন নেতৃত্ব, তুরস্ক ও কুর্দিস্তান সমস্যা ৩৫
তুর্কিদের গুরুত্ব এবং মুসলিমদের নতুন নেতৃত্ব ৩৯

পঞ্চম অধ্যায়

সময় কি তাহলে ঘনিয়ে আসছে! ৪৩
আরবদের বড় একটি দল কাফের ও ইহুদিদের সঙ্গ দেবে ৫৮
দাজ্জালের প্রাদুর্ভাবের কিছু আলামত ৬২
কিন্তু দাজ্জালকে কোথায় কতল করা হবে? ৬৩
দাজ্জালের অনুসারী নারী ও বিশ্ব পরিস্থিতি ৬৪
বায়তুল মুকাদ্দাস বনাম কুফুরি ষড়যন্ত্র ৬৭
ইহুদি চক্রান্ত্র ৭০
ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? ৭৩
আমাদের করণীয় কী? ৭৯

পূর্বকথা

শুরুতেই একটা ঘটনা বলে নিই। এই তো কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধু—তার সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা শুনাল।

তিনি মহিলা মাদ্রাসায় পড়ান। হঠাৎ এক ছাত্রী তাকে বলল, হুজুর, আপনার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আছে।

কী কথা?

হুজুর, কোনো মেয়ে যদি এভাবে দুআ করে যে, হে আল্লাহ! আমাকে খ্রিষ্টান বানিয়ে দিন! আমাকে জীবনে একবার হলেও বিটিএস গ্যাংগের কাছে নিয়ে যান! তাহলে কি সে মুসলমান থাকবে? না-কি কাফির হয়ে যাবে?

তিনি জবাব দিলেন, না, মোটেও না। কী করে সে মুসলমান থাকে! সে তো কাফির হয়ে যাবে।

হুজুর, আশ্চর্য হবেন শুনে, এ ধরণের কথা আপনার মাদ্রাসায় এবং আপনারই দরসে বসে, আপনারই ছাত্রীরা প্রতিনিয়ত বলে থাকে।

হুজুর, এখানেই শেষ নয়—এ সমস্ত ছাত্রীদের মধ্য থেকে একজন আপনার মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষিকার বোন!

তাই নাকি!

জি, হুজুর!

আমার বন্ধু বলেন, এর পরের ঘটনা আরও মারাত্মক এবং আরও ভয়াবহ।

এ অভিযোগ শোনার পর আমরা প্রধান শিক্ষিকাকে পুরো ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করি। তিনি তাঁর বোনকে ডেকে বুঝানোর চেষ্টা করছিলেন। বলছিলেন, বোন! তুমি এসব কথা বললে তো জাহান্নামে যাবে। কিন্তু মেয়েটি সবাইকে অবাক করে যে উত্তর দিয়েছে ,তা রীতিমতো গা শিউরে ওঠার মতো। বলল, আমি জাহান্নামে গেলে যাব, তবুও জীবনে একবার হলেও বিটিএসের কাছে যেতে চাই! নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক!

পাঠক! কী বুঝলেন? আমাদের সমাজের পরিস্থিতি আজ কোথায় গিয়ে নোঙর করেছে। সমাজের অবস্থা দিনদিন অধঃযাত্রার দিকে যাচ্ছে। ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করছে নাস্তিকতা ও দাজ্জালি চিন্তাধারা। প্রতিটা মস্তিষ্ক ছেঁয়ে যাচ্ছে বেহায়াপনা আর ভাইরালিজমের মতো ভয়ঙ্কর সব ফাঁদে।

কুরআন-হাদিসের কেন্দ্র মাদরাসাতেই যদি এমন ভয়ঙ্কর দশা হয়, তবে সমাজের অন্যান্য সেক্টরের কী হালত! ভেবে দেখেছেন কখনও?

দাজ্জালের অনুসারীরা যে অধিকাংশই নারী হবে, তা এসব ঘটনা থেকেই অনুমেয় হয়। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাজ্জালের যখন আগমন ঘটবে তখন নারীরা তার নিকট ছুটে চলবে। এমনকি আতঙ্কে মুমিন পুরুষরা ঘরে গিয়ে তাদের মা-বোনকে শিকল দিয়ে খুঁটিতে বেঁধে রাখবে। (মুসনাদে আহমাদ: ৫৩৫৩, তাখরিজে শুআইব আরনাউত)

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তালমুদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, পাঁচশো বছর পর তাদের মাসিহ আসবে।

তাই ইহুদিরা তাদের তালমুদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতি পাঁচশো বছর পরপরই তাদের মাসিহের অপেক্ষায় থেকেছে। তাই তো ঈসা আলাইহিস সালাম–এর জন্মের পূর্বে ইহুদিরা তাদের মাসিহের অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম–এর শিক্ষা তাদের মনোবৃত্তির সাথে মেলেনি বলে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম– কে তারা হত্যার পায়তারা চালায়। এরপর রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর জন্মের পূর্বেও তারা নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর আগমনের অপেক্ষা করেছিল। তারা ভেবেছিল, নতুন এ মুক্তিদাতা ইহুদি বংশধর হবে। কিন্তু তেমনটি হয়নি। ফলে তারা রাসুলের বিরোধিতায় উঠে-পড়ে লেগে যায়। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মৃত্যুর প্রায় পাঁচশো বছর পরপর ক্রুসেডরা যুদ্ধ বাঁধায়। কিন্তু ইহুদিরা তখনও তাদের মিশনে সফল হতে পারেনি। আর এখন সর্বশেষ চতুর্থ পাঁচশো বছরে এসে তারা তাদের মাসিহের আগমনের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে চলেছে। কিন্তু এর জন্য ইসলামি খেলাফত ছিল সবচে বড় বাধা। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে উসমানি খেলাফতকে ধ্বংস করে। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে বিশ্বব্যাপী আমেরিকা ও ইসরাইলের নতুন বিশ্বব্যবস্থা অস্তিত্বে আনে। যে বিশ্বব্যবস্থার মূলে ছিল ইহুদি মদদপুষ্ট খ্রিষ্টানরা। কিন্তু এতদিন ইহুদিরা আড়ালে থেকে বিশ্ব চালিয়েছে। আর এখন চাচ্ছে, আড়াল থেকে বেরিয়ে প্রকাশ্য বিশ্বশক্তিতে পরিণত হবে। কিন্তু নতুন

এ বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে আরেকটি যুদ্ধ বাঁধাতে হবে। যে যুদ্ধ হবে তালমুদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীর সর্বশেষ বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই আবির্ভাব হবে তাদের মুক্তিদাতা মাসিহে দাজ্জাল।

বিশ্বব্যাপী দাজ্জালের অনুসারী বাড়াতে হলে পূর্ব প্রস্তুতি দরকার। তাই ইহুদিরা প্রথমে বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সামাজিকসহ সকল ব্যবস্থাপনা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে এবং নিচ্ছে। বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠা করছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ও মানবজাতির মস্তিষ্ককে দাজ্জালমুখী করতে তারা নিচ্ছে নানাবিধ পদক্ষেপ। টিভি, সিনেমার বড় বড় নায়ক ও ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মালিকদের ক্রয় করে তাদের মাধ্যমে দাজ্জালের একচোখকে প্রচার করে যাচ্ছে। ছড়িয়ে দিচ্ছে যৌনতা ও উলঙ্গপনা সর্বত্র। ধ্বংস করছে যুবসমাজের ইমান-আকিদাকে।

সাথে সাথে বাচ্চাদের মাথাকে ঘিলুহীন, মেধাশূন্য, অকর্মণ্য ও বুদ্ধিহীন করে গড়ে তুলতে তৈরি করছে বিভিন্ন গেইম। তবে পারিবারিক চাপের কারণে শিশুদের বিরাট সংখ্যকই গেইমে আসক্ত হতে পারে না। তাই করোনা ও লকডাউনের পূর্বে তৈরি করেছে পাপজি, ফ্রী-ফায়ার ও টিকটকের মতো ধ্বংসাত্মক সফটওয়্যার।

ফলে লকডাউনের সুবাদে শিশু-কিশোররা সহজেই মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়েছে। করোনার পূর্বেই বিভিন্ন গেইমের সফটওয়্যার বাজারে আমদানি করা হয়েছে। এরপর করোনার সুযোগে পাপজি, ফ্রী-ফায়ার এবং টিকটকসহ বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে মুসলিম বাচ্চাদেরকে আসক্ত করে নেশাগ্রস্তের মতো গড়ে তোলা হচ্ছে। এসব সফটওয়্যারেও প্রচার করা হচ্ছে দাজ্জালের একচোখ, বেহায়াপনা ও যৌনতা। ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সকালের স্নিগ্ধ আবহাওয়ার মতো কোমল মস্তিষ্কগুলো।

এসব ষড়যন্ত্র ও দাজ্জালি ফিতনা নিয়ে আলোচনা করলেই একদল গবেষকবৃন্দ আপনাকে 'অতিজযবাতি' ও 'তাহকিকহীন মৌলভি', এ ধরণের নানা ট্যাগে জর্জরিত করে দেবে। যারা এসব ট্যাগ দেয়, বুঝতে হবে, দাজ্জালিপনা তাদেরও মস্তিষ্ক খেয়ে ফেলেছে। দাজ্জালের আদাত ও অভ্যাস তাদের মস্তিষ্কে ঢুকে পড়েছে। কারণ, দাজ্জাল তার বিরোধীদের এভাবে নানা ট্যাগ ও অপবাদ দিয়ে থাকে। দাজ্জালের মতাদর্শের বিরুদ্ধে কেউ গেলেই দাজ্জাল তাকে 'সন্ত্রাস', 'শান্তিবিরোধী', ইত্যাদি ট্যাগ লাগিয়ে দেয়।

সৎকাজের নসিহতের পাশাপাশি রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর শিক্ষার অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা হলো, ফিতনা ও অসৎ কাজের ক্ষতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা। এ জন্যই হাদিসের জায়গায় জায়গায়,

থেকেই প্রচার শুরু করে। রেডিও, টিভি-চ্যানেল, সংবাদপত্র, বই, উপন্যাস এবং ফিল্ম-কার্টুনের মাধ্যমে লোকদের মগজ ধোলাই করে। এর ফলে মানুষ একসময় এ প্রতারণাকেই সত্য বলে মেনে নেয়। তাদের অপপ্রচারের পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাদেরকে নীরবে সরানোর ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। "নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার" বাস্তবায়নকারীরা এতটাই কুৎসিত হৃদয়ের অধিকারী যে, তাদের কাজে বাধা দানকারীদের ওপর পৃথিবীটা সংকীর্ণ করে দেওয়ার মনস্থির করে। এমনকি এ ক্ষেত্রে তারা তাদের দলভুক্ত সদস্যদেরকে হত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা (NEW WORLD ORDER)

প্রতিটা নতুন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যই একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন পড়ে। তাই ইহুদিবাদি ও তাদের সমর্থক খ্রিস্টানপন্থীদের গোপন সংগঠন ইলুমিনাতি জন্মের শুরু থেকেই একটি নতুন বিশ্ব শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করে আসছে। যে শাসনব্যবস্থার ভাগ্য ইহুদিদের হাতে থাকবে। গোটা বিশ্ব তাদের গোলামির শিকলে আবদ্ধ থাকবে। এ শাসনব্যবস্থাকেই আধুনিক যুগে (NEW WORLD ORDER) 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' বলে। এর রূপায়ণ সর্বপ্রথম একজন ল্যাটিন গবেষক হুগো গ্রোশিয়াস (Hugo grotus) ১৫৮৩-১৬৪৫ খ্রি. তার বই On the law of war and peace–এ পেশ করেছিলেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য একক শাসনব্যবস্থা এবং একটি সার্বজনীন আইনের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছিলেন।

এরপর ১৭৭৫ সালে ম্যানুয়েল ক্যান্ট বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন এবং নতুন তিনটি দর্শন পেশ করেন। তিনি বলেন, এই তিনটি বিষয়কে কোনো দেশ স্বীকৃতি না দিলে বিশ্ব যেন সে দেশের সহায়তা পরিত্যাগ করে।

এর ওপর ভিত্তি করেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে 'লিগ অফ নেশন্স', এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। যা মূলত আমেরিকার মাধ্যমে ইহুদিকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

এ উভয় সংস্থাই বিশ্বে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ—যদিও এ দুটো সংস্থা শান্তিরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের মূলমন্ত্রই হলো এমন, জোর যার মুল্লুক তার!"

একসময় উসমানি খেলাফতের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মুসলিম শাসন চলছিল। কিন্তু ইহুদিরা ইসলামি শাসন সহ্য করতে পারেনি। তারা নানাবিধ ষড়যন্ত্র করে তুরস্ককে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ঠেলে দেয়। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে আমেরিকার মাধ্যমে

দ্বিতীয় অধ্যায়

দাজ্জালি শক্তি কী চায়?

এবার আসুন আমরা 'দ্বিতীয় অধ্যায়ে' দাজ্জালি শক্তি কীভাবে এতদিন ধরে বিশ্বজুড়ে তাদের প্লান-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে এসেছে, বর্তমানেও করছে, তা নিয়ে একটু আলোকপাত করি। তাহলে হয়তো আমরা করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে পারি।

দাজ্জালের প্রধান অনুচর ইহুদী শক্তি কীভাবে কাজ করে যাচ্ছে?

ইহুদিরা মাল্টিন্যাশনাল বা বহুজাতিক কোম্পানির মাধ্যমে বিশ্বের শিল্পব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে। এদের টার্গেট হলো, ভবিষ্যতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে সমাজতন্ত্রের মতো কৃষক ও সাধারণ জনগণ থেকে তাদের জমির মালিকানা ছিনিয়ে নেবে। এমনকি কৃষি ব্যবস্থাকেও তাদের পরিচালিত পুঁজিপতিদের আওতাধীন আনা হবে। বর্তমানে বিশ্বের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইহুদিদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তাদের পরিকল্পনা অতিশীঘ্রই এশিয়া ও ইউরোপের ব্যাংকগুলোকে ধ্বংস ও দেউলিয়া করা হবে। ইহুদি করায়ত্বাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন IMF ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই সমগ্র বিশ্বের কন্ট্রোল নিজেদের হাতে নিয়ে নেবে। ব্যবসায়ীরা তাদের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হবে। তাদের স্বার্থ আদায়ের জন্য জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করে যাবে। ধীরে ধীরে শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করে ইহুদিদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হবে। বর্তমানে পরিলক্ষিতও হচ্ছে তেমনটা।

লকডাউনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষাব্যবস্থা। স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। এ সুযোগে বিশ্বব্যাপী ইহুদিবাদি ও তাদের অনুসারীরা নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা ছড়িয়ে দিয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি শিশুদের মনে গেঁথে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। বিভিন্ন ফিল্ম, সফটওয়ার, গেইম ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শিশু ও যুবকদের মস্তিষ্ক ধোলাই করে চলছে। যারা তাদের সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত হচ্ছে না, তাদের সংস্কৃতি ও ধর্মকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হচ্ছে। এবং তাদেরকে নানাভাবে টর্চার করা হচ্ছে।

মাধ্যমে গ্লোবাল গভর্নমেন্ট (বিশ্বব্যাপী সরকারব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা হচ্ছে। মানুষকে এ বলে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, গ্লোবাল গভর্নমেন্ট না বানালে মানব সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিশ্বব্যাপী মহামারি ছড়িয়ে পড়বে। যে দেশগুলো এ ব্যবস্থা অনুসরণ করবে না তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে।

দাজ্জালি বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু

ইহুদিরা তাদের বিপুল অর্থসম্পদ এবং মিডিয়ার সাহায্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে। যাতে সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জায়নবাদের (ইহুদিবাদ) উচ্চাকাঙ্খা পূর্ণ করতে পারে। এ কারণেই ট্রাম্প তড়িঘড়ি করে জেরুজালেমকে ইজরাইলের রাজধানী বানিয়ে দেয়। কারণ হলো, বিশ্বের সব আর্থিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের অফিস যেন সেখানে খোলা যেতে পারে। যার জন্য জেরুজালেমকে নিরাপদ এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেননা তাদের বিশ্বাস মতে, এখানে বসেই ইহুদিদের মাসিহ দাজ্জাল বিশ্বব্যাপী ইহুদি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে, তা হবে সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। (Isaiah ৪: ২, ২)।

ইহুদিরা মনে করে, জেরুজালেমকে নিরাপদ রাখতে এটাও প্রয়োজন যে, এর আশে-পাশে এমন কোনো শক্তি না থাকা—যা এর জন্য হুমকি হতে পারে। আর যদি কোনো ক্ষমতা মাথাচাড়া দেয়, তাহলে বল প্রয়োগ করে সেটাকে পিষ্ট করা হবে।

এসব অসৎ উদ্দেশ্যের কারণেই জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনের মুসলমানদের ভবিষ্যৎ এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। একের পর এক আরব্য দেশগুলো ফিলিস্তিনিদের সঙ্গ ছেড়ে দিচ্ছে। ইসরায়েলের পদাঙ্ক অনুস্বরণ করে, তারা তাদের নিজেদের স্বার্থ ও রাজত্ব রক্ষা করে চলছে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের জন্য হায়কালে সোলাইমানি নির্মাণ

বিশ্বের সকল ইহুদি চায় ধর্মপ্রাণ ইহুদি হোক কিংবা উদারপন্থী; সকলেই একমত যে, একটা সময় আসবে, যখন তারা পুরো বিশ্ব শাসন করবে। যে রাজত্বের মূল কর্ণধার হবে তাদের মাসিহ বা দাজ্জাল। ইহুদিদের বিশ্বাস, জেরুজালেমে দাজ্জালের রাজত্ব কায়েম করতে হলে হায়কালে সোলাইমানি বা থার্ড ট্যাম্পল তৈরি করতে হবে। সে জন্য তারা বায়তুল মোকাদ্দাসের নিচে সুরঙ্গ খনন করে তাদের ট্যাম্পলের রাস্তা ক্লিয়ার করে রেখেছে।

তাদের উপাসনালয়ে প্রতিনিয়ত মাসিহের আগমনের জন্য প্রার্থনা করা হয়। তারা দিনে তিনবার এভাবে প্রার্থনা করে যে, "আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে মাসিহের আগমনে বিশ্বাস করি! এমনকি তার আগমনে বিলম্ব হলেও! তবে আমি প্রতিনিয়ত তার আগমনের জন্য অপেক্ষা করি।"

ইহুদিদের কিতাব মাইমোনাইডসে বারোটি আকিদা-বিশ্বাসের কথা উল্লেখ রয়েছে—যা সম্পর্কে প্রত্যেক ইহুদিই অবগত আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা মুসলমান তাদের কালো চেহারা সম্পর্কে অবগত নই। উল্টো সৌদি আরবের চেলারা তাদের অনুসারীদের মাধ্যমে ইহুদিদের এসব ষড়যন্ত্র এক প্রকার অস্বীকার করে চলে। দাজ্জালের আগমন সম্পর্কে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম—এর অসংখ্য হাদিস এবং বাইবেলের বিভিন্ন আয়াত ও রেফারেন্স রয়েছে। ইহুদির দালাল সৌদি সরকার এগুলোরও নানাভাবে বিরোধিতা করে।

জেরুজালেমের আলোচনায় থার্ড ট্যাম্পল (Third templc) এবং দাউদ আলাইহিস সালাম (King David) এর হুকুমত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কথাও ব্যক্ত করা হয়। কতিপয় পণ্ডিতদের বক্তব্য হলো, বাইবেলের প্রথম দিকের বইগুলোতে জেরুজালেমে হায়কালে সোলাইমানি পুনঃনির্মাণের কোনো উল্লেখ নেই; বরং এই বিশ্বাসটি পরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মাসিহ আগমনের উল্লেখ পৃথিবীর শেষ যুগের (Acharit Zayemin) আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে জেনে রাখা ভালো, খ্রিস্টানরা যে মাসিহের আগমনে বিশ্বাসী, এর উচ্চারণ আর ইহুদিরা যে মাসিহের আগমনে বিশ্বাসী, তার উচ্চারণে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। খ্রিস্টানদের হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম–কেই মাসিহ বলে। আর ইহুদিদের দাজ্জালকে 'মাশায়া' বলা হয়। মাশায়া অর্থ: অভিষিক্ত তেলে ডুবানো। মূলত ইহুদি রাজারা সিংহাসনে আসিন হওয়ার আগে তেলে ভিজে যেতেন। কিন্তু, হালের

অনেকেই মাশায়াকে মাসিহা উচ্চারণ করে। এবং মাশায়াকে খ্রিস্টানদের মাসিহা মনে করে বসে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, ইহুদিরা না হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে মানে, আর না তাঁর পুনরায় আগমনে বিশ্বাস করে। ইহুদিদের দাবি, তাদের মাশায়া (দাজ্জাল) হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম–এর বংশধর হবে। (সূত্র: Jermiah, ৫: ২৩)

তাদের বিশ্বাস, মাশায়া একজন ক্যারিশম্যাটিক নেতা হবেন, যাকে অন্যরা অনুকরণ করবে। সে একজন বিখ্যাত সামরিক কমান্ডার হবে। তার আওতাধীন বিশাল সেনাবাহিনী থাকবে। ইসরাইলের পক্ষে বিজয় অর্জন করবে। এবং অন্যান্য দেশ থেকে ইহুদিদের মুক্ত করবে। তাওরাতের আইন অনুযায়ী, মাশায়া একটি ইহুদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। এবং ন্যায় বিচারক হবে, সঠিক সিদ্ধান্ত দেবে। (Jermiah, ৫:৩৩)

ইহুদিদের দাবি, মাশায়া (দাজ্জাল) আমাদের মতোই সাধারণ একজন মানুষ হবে। তার কোনো দেবতা বা মাবুদ হবে না।

মজার বিষয় হলো যে, মুসলমানদের মধ্যে যেমন সময়ে সময়ে অনেকেই নিজেদের মাহদি বলে দাবি করছে— তেমনি ইহুদিদের মধ্যেও অনেকে মাসিহা বলে দাবি করছে। সত্তর দশকে একজন ইহুদি পণ্ডিত শাবাতি যাদি নিজেকে মাসিহা বলে দাবি করে। এরপরে তিনি এক সময় ইসলামের ছায়াতলে আসার সৌভাগ্যও অর্জন করেন।

ইহুদি বর্ণনায় মাসিহর আগমন

এ বিষয়ে ইহুদিদের বিভিন্ন বর্ণনামতে কিছু নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,

১. যখন সকল ইহুদি একদিনে এবং একসাথে তওবা করবে।
২. যেদিন পুরো ইসরায়েল পুরোপুরি 'শাবাত'–এর দিন উদযাপন করবে। শাবাত (Sabath) হিব্রু শব্দ। বিশ্রাম করা বা স্থির হয়ে যাওয়া অর্থ বুঝায়। শনিবার ইহুদিদের ছুটির দিন। এ দিন তারা বিশ্রাম করে।
৩. একাধারে কয়েক শাবাত ধারাবাহিকভাবে এলে বুঝতে হবে ইহুদিদের মাসিহার আগমন ঘনিয়ে এসেছে।
৪. এমনসময় মাসিহা আসবে, যখন সকল ইহুদি হয়ত নেককার হয়ে যাবে কিংবা সবাই হবে গোনাহগার।
৫. যখন সবাই নিরাশার মধ্যে ডুবে থাকবে।
৭. যখন শিশুরা তাদের পিতা-মাতার পরিপূর্ণ অবাধ্য হয়ে যাবে।